“আল্লাহ তা’আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন”

৩৬ টি সমকালীন উদাহরণ

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়- বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লা’হ তা’আলা ক্রয়- বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

আল্লাহ তা’আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন।
আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

(সূরা বাকারাহ ২৭৫- ২৭৬)

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদঃ ইমতিয়াজুল হক

প্রকাশনাঃ সরল পথ ১৪৩২ হিজরি

www.sorolpath.com

প্রশ্নঃ অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে বিশিষ্ট স্কলার শাইখ মোহাম্মদ সালিহ্ আল-মুনাজ্জিদ এর বক্তব্য কি?

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের

এটা সবার নিকট সুস্পষ্ট যে অর্থনৈতিক সংকট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসহ গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত মারাত্মক একটা ব্যাপার যা রাজনৈতিক, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং অর্থনীতিবীদদের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। এটা এত বিশাল একটা দুর্যোগ যে তা অত্যন্ত জটিল এবং এর সাথে অনেক বিষয় জড়িত, যা রাজনৈতিক ও অর্থনীতিবীদদের মহা হাঙ্গামায় পতিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে, এবং এটিকে নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এত এত লেখালেখির কারণও তুলে ধরে। তারা সকলেই একটি সন্দেহযুক্ত অবস্থায় নিমজ্জিত আর তাদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে একে অন্যকে এই জন্য দায়ী করা শুরু করেছেন।

এই অর্থনৈতিক সংকটের সাথে শরী'য়াগত সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরার আগে কিছু ব্যাখ্যার অবতারণা করা প্রয়োজনঃ

১. এই সংকট একটি বাস্তবতা

এটি বিভিন্ন ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে বড় ধরনের দরপতন ঘটেছে, বিলিয়নের মত লগ্নিকারী অর্থনৈতিক বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে, অনেক দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে গিয়েছে, মিলিয়নের মত লোক তাদের সম্পদ হারিয়েছে, শেয়ার সঞ্চয় কিংবা বিনিয়োগের মাধ্যমে; আমেরিকান জনগণ শেয়ার বাজার থেকে প্রায় চার ট্রিলিয়ন টাকা হারিয়েছে। এই সংকট সুনামীর আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীর অনেক দেশকে বড়সড় রকমের আঘাত হেনেছে।

২. "তাদের মাথার ওপর ছাদ ধসে পড়েছে"

অর্থনীতি এবং টাকা হচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজের মূল ভিত্তি, আর যখন তারা এগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল এবং আল্লাহর আইন বর্জন করেছে, **"অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধ্বসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণা ছিল না।"**

আজ আমরা যে বড় ধরনের বিপর্যয় দেখছি তা তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিবে। যে অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিয়ে তারা গর্ব করে ও মনে করে যে তাদের সুরক্ষা করবে; সেটাই আজ তাদের জন্য গোলযোগ আর অধঃপতনের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তারা মনে করত যে তাদের অর্থনীতি ব্যবস্থা সবচেয়ে নিখুত কিন্তু সেই ব্যবস্থা থেকেই এমন কিছুর উদ্ভব হয়েছে যা তারা কখনো কল্পনাই করেনি।

"এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণা ছিল না।"

৩. "তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌছেছে তোমারই পক্ষ থেকে"(সূরা আল- ইমরানঃ১৬৫)

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগের যেমন বাস্তবিক কারণ বিদ্যমান, ঠিক তেমনি এগুলো সংঘটনের পেছনে অন্তর্জাগতিক কারণও রয়েছে। ব্যাপারটা হল বোধগম্য কারণগুলো অন্তর্জাগতিক কারণগুলোকে বিরোধিতা করে না।

নিপীড়ন, সীমালঙ্ঘন, পাপাচার, আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা ও অন্যের অধিকার হরণ দুর্যোগসমূহকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈশ্বিক জীবনেও আছড়ে পড়তে সহায়তা করে যা একের পর এক বিপর্যয় আমরা এই সংকটে প্রত্যক্ষ করছি।

"স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।"(সূরা রূমঃ৪১)

"তোমাদের উপর যেসব বিপদ- আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।"(সূরা আশ- শূরাঃ৩০)

সহীহ হাদীসে এটা বর্ণিত আছে যে, "যখন কোন শহরে যিনা(ব্যাভিচার) এবং রিবা(ঘুষ, সুদ) বিস্তার লাভ করে, তাহলে সেই শহরে আল্লাহর আযাব নির্ধারিত হয়ে যায়।"(আত- তাবারানী কর্তৃক আল- কাবীরে বর্ণিত এবং আল- আলবানী কর্তৃক আল- জামীতে সহীহকৃত)

মানুষের ওপর যা আপতিত হয়েছে তা দৈবাৎ কোন কিছু নয়; বরং এই দুর্যোগ তাদের ওপর আছড়ে পড়েছে কেবলমাত্র তাদের পাপের দরুণ ও তাদের স্বীয় কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

৪. আল্লাহ্ সাজাপ্রদান বিলম্ব/স্থগিত করেন, কিন্তু ভুলে যান না

খাদ্যসংকট ও বিপর্যয় সৃষ্টির আগ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদের শাস্তিপ্রদান বিলম্বিত করেছিলেন তারা যখন রিবা নিচ্ছিল ও দ্বিগুণ এবং চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খাচ্ছিল এবং বহু বছর যাবৎ আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছিল; ঠিক যেমনটি তিনি করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী ফেরাউন ও তার অনুসারীদের প্রতি। **"তারপর আমি পাকড়াও করেছি- ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়- ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"(সূরা আ'রাফঃ১৩০)**

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ গুনাহগার বান্দার প্রতি শাস্তি প্রদান বিলম্বিত করেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তিনি তাকে পাকড়াও না করেন, আর তাকে পাকড়াও করলে তিনি নিষ্কৃতি দেন না।" তারপর তিনি(সাঃ) তিলাওয়াত করেন, **"আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনিভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্নক, বড়ই কঠোর।"(সূরা হুদঃ১০২)**

কেউ যেন এটা না ভেবে বসে যে সুমহান মর্যাদা, ক্ষমতা ও আধিপত্যের একচ্ছত্র অধিকারী আল্লাহ্ এই সমস্ত পাপীদের পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অন্যদের ক্ষতি করার ও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার, তাঁর প্রতি কুফরী করার ও প্রতিটি কবীরা গুনাহ্ করার জন্য ছেড়ে দিচ্ছেন, এবং তারপর তাদের ওপর তাঁর শাস্তি ও ভয়ানক রোষ পতিত হবে না।

৫. মিথ্যার নিয়তিই হল দুর্বলতায় পর্যবসিত হওয়া ও হ্রাস পাওয়া

যত উচুতেই তা উঠুক না কেন, এমন এক দিন আসবে যখন তা অবিসংবাদিতভাবে নিচে নামানো হবে। এটা হল আল্লাহর বিধিমালার একটি যা অপরিবর্তনীয়, "আল্লাহর ওয়াদা হচ্ছে এই পৃথিবীতে যা কিছুই সর্বোচ্চ হোক না কেন, আল্লাহ্ একে নিচে টেনে নামাবেন।"(আল বুখারীঃ২৮৭২)

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদীরা বিশ্ব অর্থনীতির সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হয়ে বলেছিল, "কে আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী?" তাই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের আর্থিক দুর্গ ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হতে নিচে টেনে নামিয়েছেন এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চারণ করেছেন ও তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

৬. পশ্চিমা বিশ্বের ছড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন

রিবা আর হারাম অর্থ লেনদেন এর ঘুণপোকা তাদের সেই লাঠি গ্রাস করে ফেলেছে যে লাঠির ওপর ভর দিয়ে পশ্চিমারা এই বিশ্বকে দেখাচ্ছিল যে তারা কত শক্তিশালী ও অকপট দন্ডায়মান, প্রকৃতপক্ষে তারা এমন কিছুর ওপর ভর করেছিল যেটা কিনা ভেতরে পচে গিয়েছিল তাই যখন তা ভেঙ্গে পড়ল; তখন জ্বীন ও মানবজাতি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সবাই বুঝতে পারল সেই কাঠামো ছিল ফাঁপা, ভিত্তি ইতোমধ্যেই পচে গিয়েছে এবং তা আর কখনো রক্ষা কিংবা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। জার্মান অর্থমন্ত্রী পিয়ার স্টেইনব্রুয়েক বলেছেন, "এই পৃথিবী আর কখনোই তার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না ঠিক যেমনটি তা এই সংকটের পূর্বে ছিল।"

৭. আল্লাহ রিবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"(সূরা বাকারাঃ২৭৮- ২৭৯)

এই যুদ্ধ আজ নানাভাবে প্রতীয়মান হচ্ছেঃ অন্তর ও মনের ওপর, প্রাচুর্য ও উন্নতির ওপর, সম্পদও ক্ষমতার ওপর, সুখ ও মনের শান্তির ওপর।

এই যুদ্ধ হল ভয় ও দুশ্চিন্তার, বিধ্বংসী ও নিংড়ানো; যা আজো চালিত হচ্ছে ও এর চলার পথে সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে এবং এটি ঘৃণ্য রিবা ভিত্তিক ব্যবস্থারই ফলাফলস্বরূপ।

এই সংকটের কারণে আজ তারা হতাশা, দুশ্চিন্তা, বিফলতা এবং স্নায়ুদৌর্বল্যে এতটা র্জজরিত যে আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ ন্যান্সি মলিটর বলেছেন, "আমার বিশ বছরের পেশাগত জীবনে এর আগে আমি কখনো এরকম দিন দেখিনি। অনিশ্চয়তাবোধের মাত্রা পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে।"

এটা এমন একটা পর্যায়ে পৌছেছে যে এই সংকটের চাপে খুন ও আত্মহত্যার মত ঘটনাবলী ঘটছে।

৮. আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন(সূরা বাকারাঃ২৭৬)

বিপর্যয় বাস্তবিক এবং বাস্তবতার অতীত- উভয় ধরনেরই। এটা সম্পদের বরকত কেড়ে নেয় তাই মানুষ তা থেকে আর উপকৃত হয় না, অথবা এটা সমস্ত সম্পদই একসাথে কেড়ে নিয়ে যায়, যেমনটি আমরা শুনেছি আমেরিকা পেনশন ফান্ড থেকে ২ ট্রিলিয়ন ডলার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় উবে গিয়েছে! এই সংকট ১৬টি ব্যাংক নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, যার মধ্যে I ndyMac ব্যাংকও রয়েছে যেটা প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ ও ১৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ডেপোজিট নিয়ন্ত্রণ করত। এমনকি, ইউরোপের ৭টি ব্যাংকের বিরুদ্ধে দেউলেত্বর(bankr upt cy) অভিযোগ আনীত হয়েছে।

কিছু বিশ্লেষণ এটা আশা করছে যে পরবর্তী বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে প্রায় ১১০ টি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যেতে পারে যেগুলো প্রায় ৮৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে।

৯. যে ব্যক্তি রিবা সম্পর্কিত লেনদেনে জড়িত থাকে সে এমনভাবে শাস্তি পাবে যে তার উদ্দেশ্যই পরাজিত হবে

"মানুষের ধন- সম্পদে তোমাদের ধন- সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।"(সূরা রূমঃ৩৯)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, "এমন কেউ নেই যে প্রচুর পরিমাণে রিবা(তার সম্পদ বৃদ্ধির আশায়) নিয়ে লেনদেন করে কিন্তু পরিশেষে সে অল্পতেই নিঃশেষিত হয়(মানে তার সম্পদ কমে যায়)।" ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত এবং আল আল- বানী কর্তৃক সহীহকৃত।

এটা মানুষের নিকট নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যেমন ব্রিটেনের সবচেয়ে ধনী ১০ ব্যক্তি ৪০ বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে; রিবা সম্পর্কিত লেনদেনে জড়িত একজন শীর্ষ পর্যায়ের ডিলার প্রতি ঘন্টায় ৭ মিলিয়ন ডলার হারে চার মাসের ব্যবধানে তার সম্পদ খুইয়েছে; রাশিয়াতে ব্যবসায়ীরা প্রায় ২৩০ বিলিয়ন ডলার ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়েছে, যেটা কিনা রাশিয়ার ধনী ব্যক্তিদের মোট সম্পদের ৬২ শতাংশ! এই লোকগুলোর আক্ষেপ কতই না গভীর!

১০. রিবা আর জুয়ার একত্রীকরণ অনিবার্য ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সংকেত

এই একীভূত হওয়ার একটি ফলাফল হচ্ছে আমেরিকার প্রধান ব্যাংকসমূহের
দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, যেমন Leman Brothers, Integrity, Washington Mutual;
এবং সবচেয়ে বৃহৎ বীমা কোম্পানি AIG,
যেটাকে প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ গুনতে হয়েছে
যা কিনা এর ৯০ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

২ মিলিয়ন থেকে ৩ মিলিয়ন এর মত আমেরিকানদের
নিজেদের বসতবাড়ী হারানোর মত সংকটে পড়তে হয়েছে
কারণ তারা মাসিক কিস্তি পরিশোধে অক্ষম ছিল।
এই রিপোর্টগুলো সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক
যাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত, দেউলেত্ত্বের বিপরীতে আমাদের সম্পদ বিমা করার কথা বলছে!

১২. মায়াবী সম্পদ নিয়ে ব্যবসায়ী লেনদেনের ঝুঁকি

এই সংকট বাস্তবিক ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে অস্থাবর সম্পত্তি, সেবা ও পণ্যদ্রব্য এবং আধুনিক ফিনান্সিয়াল derivative যেমন ইলেক্ট্রোনিক মানি, ফিনান্সিয়াল বন্ড, ক্রেডিট কার্ড যেগুলো অনেকটা মোহময় অর্থের মত, এবং ইলেক্ট্রোনিক ফান্ড যেগুলো কম্পিউটারের মেমোরী ব্যতীত অন্য কোথাও অস্তিত্বশীল নয় এবং যেগুলো ব্যাংকের গ্যারান্টী দ্বারা মূল্যায়িত হয়েছে- এই সবের মধ্যে একটি বিশাল রকমের পার্থক্য তুলে ধরেছে। একবার যখন ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর থেকে আস্থা উঠে যায়, তাদের মূল্যও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তারা কি করবে যখন বিশালকায় বিলিয়ন ও ট্রিলিয়ন ড্রলারের ফিগার যেগুলো স্টক এক্সচেঞ্জের রঙ্গিন পর্দায় নাচানাচি করে, সেগুলো বাষ্পের মত উড়ে যাবে??

১৩. মুক্ত অর্থনীতি এবং ব্যর্থতা

এই সংকট মুক্ত অর্থনীতি তত্ত্বের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এবং দরজা চওড়া করে খোলা রাখা যাতে ব্যক্তির ইচ্ছেমাফিক যা খুশি তাই করে, কোন ধরনের নীতিমালা বা সীমার পরোয়া না করে তার অর্থনৈতিক লেনদেন চালায়, যাতে করে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এটি সমাজের এক শ্রেণীর মূলধন বৃদ্ধির দিকে টেনে নিয়ে গেছে, তাই ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং শ্রেণীবৈষম্যের উদ্ভব হয়েছে এমন সব ধারাবাহিক পরিণতির সৃষ্টি হয়েছে যেগুলো কিনা মহান আল্লাহ্ যা বলেছেন তার বিপরীত, **“যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।”(সূরা হাশরঃ৭)**

তথাকথিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে তাদের সমস্যার সমাধান হল রাষ্ট্রের মধ্যে অনধিকারচর্চার মাধ্যমে, এর কর্তৃপক্ষের সাথে, ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে এবং অর্থ প্রবাহিত করে সম্পত্তি ক্রয়, সিস্টেম পরিবর্তন এবং মালিকানার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচানো।

১৪. পুঁজিবাদী আদর্শের পতন

এই সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জন, ভারসাম্য, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় এর ব্যর্থতা ইত্যাদি প্রকাশ করে দিয়েছে। কতবারই না পশ্চিমা বিশ্ব তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বড়াই করেছে এবং দাবি করেছে যে এই ব্যবস্থা মানবজাতি দ্বারা অর্জিত সবচেয়ে নিখুঁত ব্যবস্থা !

তারা এমনতর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে ফুকুয়ামা বলেছিলেন, “আমেরিকান সমাজ মানব উৎকর্ষ ও মানব পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখর, এর পরে আর কিছুই হতে পারে না।”

আজ পশ্চিমা নেতৃত্ব তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যর্থতা স্বীকার করেন, এমনকি একে ক্ষয় হয়ে যাওয়া এবং মূল্যহীন বলেও বর্ণনা করেন। এমনকি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নিকোলা সারকোজি বলেছেন, “আমাদের উচিত বিশ্ব অর্থনীতি এবং মুদ্রা ব্যবস্থা একেবারে গোড়া থেকে উপরের দিকে পুনঃনির্মাণ করা।”

তারা এই বছরের শেষ হওয়ার পূর্বে একটি সম্মেলন আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছে যেখানে প্রধান প্রধান দেশসমূহের নেতারা একটি নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

১৫. এই বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থা যাদের ধোঁকা দিয়েছে, তারা কোথায়?

যারা ভেবেছিল যে তারা নিজেদের একটি শক্তিশালী সহায়কের উপর স্থাপন করেছে, তারা বলেছিল, “বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থা মজবুতভাবে নির্মিত এবং এটি ত্রুটিবিহীন... তারপর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তারা একটা মরীচিকা পেছনে ছুটছিল যার মধ্যে সত্যিই কিছু ছিল না এবং তারা এর মিথ্যা আবির্ভাব দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল যেটা কিনা এতসব প্রশংসা ও অনুমোদনের যোগ্য ছিল না।

এর পতনের মধ্যবর্তী বিলম্বকালের পেছনে একটা গভীর প্রজ্ঞা নিহিত ছিল, যেটা কিনা কাজ করেছিল একটা পরীক্ষা ও সাজা স্থগিতকরণ হিসেবে পাপী, এবং যারা এর দ্বারা প্রতারিত হয়েছিল এবং মুনাফিকদের পরিচয় প্রকাশকারী এবং যারা অমুসলিম প্রবর্তিত ব্যবস্থার প্রতি প্রলোভিত হয়েছিল।

১৬. অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রাথমিক প্রভাব কাটানোর পর, কিছু সংখ্যক মুনাফিক এবং পুঁজিবাদী উদ্ভূত হল যারা তাদের ক্ষয়প্রাপ্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে সাফাই গাওয়া শুরু করল, এটা দাবি করতে লাগল যে সমস্যাটা সিস্টেমের না, বরং এটার অপপ্রয়োগ করা হয়েছিল এবং কিছু বিধিনিষেধ মানা হয়নি; আর এটাকে বদলানোর কোন প্রয়োজন ছিল না; বরং এটার কেবলমাত্র কিছু সমন্বয় প্রয়োজন ছিল। এটা হচ্ছে তাদের একগুঁয়েমি যারা এই ঘটনার পরও তা থেকে শিক্ষা নেয় নি।

“যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্যে থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখে ফিরিয়ে নেয়।”(সূরা ইয়াসীনঃ৪৬)

১৭. অর্থনীতিকে ইসলাম থেকে পৃথক করার ভয়াবহতা ও ক্ষতি

দীর্ঘকাল ধরে মুনাফিকরা এটা বলে আসছিল যে অর্থনীতিকে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত করা আবশ্যক, কিন্তু অন্তর্নিহিতভাবে তারা শুআইব(আঃ) এর জাতির লোকদের মত বলছিল, **"তারা বলল- হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ- দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন- সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক।"(সূরা হুদঃ৮৭)**

মানুষের ব্যক্তিগত আচার- আচরণ ও তারা কিভাবে তাদের সম্পদ, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন চালনা করবে, তাদের উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতি- এগুলোর সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক?

বস্তুত এই সংকট আমাদের দেখিয়েছে যে অর্থনীতি যদি শরী'আর আইন- কানুন ও নীতিমালা থেকে পৃথকীকৃত হয়, তাহলে তা অন্ধকারে পর্যবসিত হবে ও সমস্যা এবং বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করবে।

১৮. শরী'আর বিধিমালা অর্থনীতির জন্য সেইফটি ভাল্বস্বরূপ কারণ মানুষ তাদের অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শরী'আর বিধিমালা উপেক্ষা করেছে এবং দেনা- পাওনার ক্ষেত্রে রিবা অবলম্বন করেছে, ঋণ বিক্রি করেছে, মোহময় লেনদেনে লিপ্ত হয়েছে, মালিকানা নেয়ার পূর্বেই বিক্রি করেছে, নিজের সম্পদ নয় অথচ তা বিক্রি করেছে, প্রতারণাপূর্ণ ও দ্ব্যার্থক লেনদেন করেছে এবং জুয়া ও বীমা লেনদেন করেছে; এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর বেধে দেয়া পবিত্র সীমানা অতিক্রম করেছে যা ঘটনাক্রমে তাদের কোম্পানি ও ব্যাংকসমূহকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। পৃথিবীতে

"তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ তো আসমানসমুহে ও যমীনে কি রয়েছে। আর কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রর্দশনই কোন কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা মান্য করে না।"

ধ্বংস ডেকে আনা এইসকল দুর্ভাগ্যজনক ফিনান্সিয়াল ডেরিভেটিভের সাইজ প্রায় ৬০০ ট্রিলিয়ন ডলারের উপর।

২১. ইসলামিক পন্থা গ্রহণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঔৎসুক্য

এই সিস্টেম যখন এটার বিপরীত ছিল, একজন ইটালিয়ান গবেষক লরেট্টা নেপোলিয়নি কর্তৃক ‘Rogue Economi cs’ শিরোনামে একটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, যেটাতে তিনি ইসলামিক অর্থনীতি ব্যবস্থার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন এবং বলেনঃ “ইসলামি ব্যাংকগুলো পশ্চিমা ব্যাংকগুলোর একটি উপযুক্ত বিকল্প হতে পারে।”

কিছু আরবীয় ব্যাংক ইতোমধ্যেই গুরুতরভাবে চিন্তা করছে তাদের লেনদেন বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে যেগুলোর সাথে পশ্চিমা এলিয়েন চরিত্রের সম্বন্ধ রয়েছে যেমনঃ ঋণ বিক্রি এবং অপশন বিক্রি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা এটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যখন পশ্চিমারা এই সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে ফেলেছে, এবং তাদেরকে প্রতি পদে পদে অনুসরণ করছে।

২২. এই সংকটে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে মানুষের নিকট সত্য তুলে ধরা

ইসলামিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের অনেকগুলো দায়িত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআন এবং সুন্নাহতে বর্ণিত ইসলামিক অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসন্ধান করে বের করা এবং অন্য কোন ব্যবস্থার অনুগামী না হয়ে ও জোড়াতালিযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করে, মানবজাতির নিকট একটি সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থারূপে তুলে ধরা।

ইসলামিক অর্থনীতি ব্যবস্থা কেবলমাত্র রিবামুক্তই নয়, এবং অন্যের প্রতি কিছু ব্যতিক্রমী বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এটা সেই সিস্টেম নয় যেটা পশ্চিমা পণ্যকে ইসলামের প্রলেপ দিয়ে উপস্থাপন করে, বরং এটা এমন একটা পরিপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা যা যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শরী’আর উদ্দেশ্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

২৩. আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহর প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট প্রকাশকরণ

স্বচ্ছ মানসিকতা ও গভীর চিন্তাবোধযুক্ত কারো নিকটই এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, আল্লাহ্ এমন কোন কিছুর নির্দেশ দেন না সেটা ব্যতীত যার মধ্যে মানুষের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ নিহিত এবং তিনি এমন কোন কিছু নিষিদ্ধ করেন না সেটা ব্যতীত যা ইহকাল এবং পরকাল উভয় জায়গাতেই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় পরিষ্কারভাবে রিবা এবং অর্থনৈতিক সীমালঙ্ঘনের কারণে ক্ষয়ক্ষতি প্রকাশ করেছে।

সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য যিনি কিনা এটা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন।

এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার না যে Challenge সাময়িকীর প্রধান সম্পাদক বলেছেন, “আমাদের ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা যদি কুরআনে বর্ণিত শিক্ষা এবং বিধিমালা মেনে চলত, তাহলে এই ভয়াবহ সংকট আমাদের উপর আছড়ে পড়ত না।”

১৯. দাওয়াত পৌঁছাবার সুবর্ণ সুযোগ

যা ঘটে গেছে সেটা মুসলিমদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে দুনিয়াকে এটা বোঝানোর জন্য যে ইসলামিক অর্থনীতি ব্যবস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ব্যবস্থা একমাত্র যেটাই পারে এই পৃথিবীর প্রয়োজন মেটাতে।

পশ্চিমারা ইতোমধ্যেই এর বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় পত্রিকা প্রকাশনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামিক বিধিমালার প্রায়োগিক আহ্বান জানিয়েছে যাতে করে এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পেছনে জড়িত পুঁজিবাদের দৃঢ়মুষ্টি থেকে আলগা হতে পারে যেটা কিনা এই পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে।

তাদের একজন আশ্চর্য হয়ে এমনকি এটাও লিখেছেঃ “ওয়াল স্ট্রিট কি ইসলামিক শরী’আর বিধিমালা সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত?”

ইউরোপের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, সাওয়াতি তানেজা বলেছেনঃ “আমেরিকার চলমান অর্থনৈতিক সংকট ইসলামী অর্থনীতিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছে যেটা কিনা সুদযুক্ত লেনদেনের বিপরীত।”

২০. একটি ভালো ভিত্তি একটি ভালো কাঠামোর দিকে ধাবিত করে

“যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোযখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না।”(সূরা তওবাঃ১০৯)

হেদায়াতের আলো ব্যতীত কোন অর্থনীতি হতে পারে না, মুনাফিকদের মত নয় যারা দাবি করে, “ব্যাংক ছাড়া কোন অর্থনীতি হতে পারে না, আর রিবা ছাড়া কোন ব্যাংক হতে পারে না!”

২৫. দৈহিক শক্তি মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো নিকট থাকলে সেটা তাকে ধোঁকা দেয় এবং উদ্ধত বানিয়ে দেয়

আর এটা তাদেরকে যমীনে উদ্ধত বানিয়ে দেয় ও অন্যদেরকে নিজেদের দাস বানানোয় সচেষ্ট করে, এবং এটা তাদেরকে আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে ভুলে যেতে সাহায্য করে, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনে প্ররোচিত করে এবং তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করতে সচেষ্ট করে।

এটা এমন একটা মারাত্মক সমস্যা যেটা আ'দ জাতির ওপর পতিত হয়েছিলঃ

"যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?"(সূরা ফুসিলাতঃ১৫)

কত অত্যাচারী জাতিই অতীতে এবং এখনো একই ধরনের আচরণ করে; আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করবেন যেমনটি তিনি করেছিলেন আ'দ জাতিকে!

আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করার মত শক্তি- সামর্থ্য কুফফারদের আজো নেই।

"তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে?"(সূরা ক্বামারঃ৪৩)

২৬. অবিচার, সীমালঙ্ঘন এবং ঔদ্ধত্যের পরিণাম ভয়াবহ

যারা যমীনে অবৈধভাবে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অন্যায়ভাবে আচরণ করে এবং সীমালঙ্ঘন করে; তারা ভয়াবহ পরিণতি থেকে নিরাপদ নয় ও কখনোই উন্নতি করতে পারবে না।

"আর যে, আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না।"(সূরা আন'আমঃ২১)

"তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ।"(সূরা শু'আরাঃ২২৭)

দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আজ অন্যের সাহায্যপ্রার্থী এবং যেকোন উপায়ে ধার করতে ইচ্ছুক, ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে যেটাতে ৭০০ বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ ব্যয় করেছে, যেটা তাদেরই কতিপয় রাজনৈতিক কর্তৃক উদ্ধৃত।

তাদের দেশেরই কতিপয় গবেষক হিসেব কষে দেখেছেন যে বিশ্বজুড়ে তাদের সামরিক অভিযান ব্যয় ৩ ট্রিলিয়র ডলারে পৌঁছেছে।

২৪. আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাময় এবং আরোগ্যলাভ করা যায় না

ব্যাংক ও অর্থনীতি ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল(তাদের মতে), সেই টাকার উৎস ছিল রিবাভিত্তিক ঋণ অথবা অনৈতিক ট্যাক্স বৃদ্ধি, অথবা কোনো ধরনের ভারসাম্য ছাড়া আরো অধিক পরিমাণে মুদ্রা ছাপানো, যেটা কিনা মুদ্রাস্ফীতির দিকে নিয়ে যাবে।

ফ্রান্সের পত্রিকা Le Parisien এ উদ্ধৃত হয়েছিল যে, ফ্রান্সের সরকার ৬টি ব্যাংককে শতকরা ৮ ইউরো হারে ১০.৫ বিলিয়ন ইউরো প্রদান করবে। এটাও একধরনের রিবাভিত্তিক ঋণ যা অন্যান্য ব্যাংক ও জাতির কাছ থেকে আনীত।

তারা যেটা বলছে তার মর্মার্থটা অনেকটা এরকমঃ আমাকে যেটা অসুস্থ করেছে সেটা দ্বারাই আমার চিকিৎসা কর !

২৭. অত্যাচারী জাতিদের প্রতি আল্লাহর ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি এক এবং অভিন্ন

"আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।"(সূরা আম্বিয়াঃ১১)

"এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।"(সূরা কাহফঃ৫৯)

"কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সব সময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে, পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না।"(সূরা রা'দঃ৩১)

ক্বারিয়াহ্(উপরে অনুবাদকৃত 'আঘাত') শব্দটি এই আয়াতে অনির্দিষ্টভাবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং এটার সাধারণ অর্থে ব্যবহার করতে হবে, তাই এটা যেকোনো ধরনের আঘাত বা বিপর্যয় সম্পর্কে ইঙ্গিত করতে পারে যেমনঃ বজ্রপাতসহ ঝড়- তুফান, অথবা এটা মানুষের অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চারমান ভীতি ও আতঙ্কের ইঙ্গিত হতে পারে যেমনঃ অর্থনীতি ধসে পড়া ও সংকটে পতিত হওয়া।

এটা হল পর্দার মধ্যে নির্বাক ভীতি স্বরূপ!

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ের ব্রিটিশ অধ্যাপক John Grey 'The Observer' পত্রিকায় "The Tipping Point in America's Fall from Power" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যেটাতে তিনি বলেছিলেনঃ "আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।" একই ধরনের মন্তব্য রাশিয়ান রাজনৈতিকসহ আরো অনেকেই করেছেন।

২৮. পাপের ভয়াবহ পরিণাম সকলের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে

এটা আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এবং জাতিসংঘের মহাসচিব এর বক্তব্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছেঃ "এই অর্থনৈতিক সংকট পৃথিবীজুড়ে বিলিয়নের মত জনগোষ্ঠীর জীবিকা আহরণকে হুমকির মুখে ফেলেছে।"

৩৪০০০ খাদ্য নিরাপত্তা অফিসে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (**FAO**) কর্তৃক প্রেরিত চিঠিতে বলা হয়েছেঃ "আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যে ধ্বস নেমে এসেছে সেটা এক মহাদুর্ভিক্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যার ফলে ২০০৯ সালের শুরুতে আক্রান্ত হবে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ৩৬টি দেশ।"

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে গালফ পুঁজিবাজার থেকে ১৫৫ বিলিয়ন ডলার হাওয়া গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আশঙ্কা করেছেন যে এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণে প্রায় ২০ মিলিয়ন লোক তাদের চাকরি হারাবে পরবর্তী বছরের শেষের দিকে।

আল্লাহ্ তাঁর বাণীতে সত্যি কথাই বলেছেন যার অনুবাদটা হল এরকমঃ "আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।"(সূরা আনফালঃ২৫)

এটা আল্লাহর প্রজ্ঞার পরিচয় যে যারা এই অর্থনৈতিক ভূকম্পনের শীর্ষে ছিল, তারাই আজ পৃথিবীজুড়ে মানুষদের নিকট ঘৃণার পাত্র বলে বিবেচিত, কারণ মানুষ তাদেরকে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী বলে মনে করে।

২৯. আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও হুকুমের পেছনে সীমাহীন প্রজ্ঞা নিহিত

আল্লাহর হুকুম তাঁর ন্যায় ও জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; এটাই হল আল্লাহর অধ্যাদেশ এবং তিনি সর্বজ্ঞ। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে এমন কিছুই ঘটে না যা তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত, কারণ তিনি মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ।

তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমেই তিনি এইসমস্ত বিপর্যয় ও দুর্যোগ পাঠিয়েছেন সদুপদেশ ও সতর্কবাণীরূপে যাতে করে মানুষ তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

"গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।"(সূরা সাজদাহ্ঃ২১)

"স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।"(সূরা রূমঃ৪১)

এই সংকটের কারণে কিছু লোক আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, কিন্তু এমন অনেকেই রয়েছে যাদের ওপর এই শাস্তিদান ন্যায্যতার সাথে প্রতিপাদিত; তারা কখনোই তাওবা করবে না কিংবা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না।

"অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি- মিনতি করল না ? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।"(সূরা আন'আমঃ৪৩)

৩১. মানুষ অধৈর্যশীল এবং সহজেই উত্তেজিত হয়ে যায়

এই সংকট অধৈর্য এবং শীঘ্রকোপীতার মাত্রা প্রকাশ করে দিয়েছে যার দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয় যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ **"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে।যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা- হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায় কারী।"(সূরা মা'আরিজঃ১৯- ২২)**

যখনই সে কোন বিপদে পতিত হয় তখনই সে আতঙ্কগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ বলেনঃ **"আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই; তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়।"(সূরা হূদঃ৯)**

এই সংকটের ফলে আত্মহত্যা, খুন, হার্টএটাক, পক্ষাঘাত, দীর্ঘস্থায়ী রোগ, স্নায়ুদৌর্বল্য, মানসিক ব্যাধির মত প্রভূত সমস্যার জন্ম দিয়েছে..কিছু জরিপের ফল অনুযায়ী পুঁজিবাজারের ৫৭ শতাংশ মানুষ মানসিক চাপজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি বক্তব্য অনুযায়ীঃ "অর্থনৈতিক সংকট দুনিয়াজুড়ে মানুষের মানসিক সমস্যার মাত্রা বাড়িয়ে দিবে।"

৩০. সত্যিকার সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর

তিনি মানবজাতিকে তাঁর সম্পদের অংশীদার করেছেন; তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তা ছেড়ে দেবেন, তাঁর যা ইচ্ছা তা তিনি কেড়ে নেবেন; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই ধনী বানাবেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকেই গরীব বানাবেন; তিনি যা ইচ্ছা তা প্রদান করবেন এবং যা ইচ্ছা সেটা ধরে রাখবেন। এই সংকট তাদের জন্য শিক্ষাস্বরূপ যারা পথভ্রষ্ট ও প্রতারিত, যারা কারূনের মত বলত(যার অনুবাদটা এরকম):

"সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান- গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন- সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।"

(সূরা কাছাছঃ৭৮)

তারা ভুলে গিয়েছিল যে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সম্পদ কেড়ে নিতে সক্ষম।

৩২. মানুষ অতিমাত্রায় অর্থসম্পদের প্রতি আকৃষ্ট

এই সংকটটি আল্লাহ কুরআনুল কারীমে যা বলেছেন তারঁ একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণঃ **“এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাসো।”(সূরা ফাজরঃ২০)**

“মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।”(সূরা আল-ইমরানঃ১৪)

এর প্রভাবে যা হয়েছে সেটা হল যে যারা তাদের সম্পদ হারিয়েছিল, তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে, কারণ ধন-সম্পদই ছিল তাদের নিকট সবকিছু, তাই যখনই তা হারিয়ে গিয়েছিল, তখনই তারা বেঁচে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল, যার ফলে তারা আত্মহত্যার মত ঘৃণ্য কর্ম সম্পাদন করেছে দিরহাম, ডলার ও দিনারের দাস হওয়ার পর। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি অন্তরের আকৃষ্টতাই এর পরিণতি।

৩৩. রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে দুর্বলতা

এই সংকট প্রকাশ করেছে যে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমাদের দুশ্চিন্তা কোন পর্যায়ের সেটা, সেই সাথে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে অক্ষমতা ও ঋণমুক্ত হওয়া এবং এর পরিণামগুলো সম্পর্কে ভীতি। যদি মানুষ আল্লাহর বাণীর প্রতি আস্থা রাখত(অনুবাদটা এরকম): "আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়।"(সূরা হূদঃ৬) এবং "আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।" (সূরা যারিয়াতঃ৫৮)

তিনি তাদেরকে ভালো রিযিক সরবরাহ করেন যেমনটি তিনি করেন পাখিদের জন্য।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযক দেবেন যেমন তিনি রিযক দেন পাখিদের। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।" (বর্ণনায় : তিরমিজি)

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল -

এক. হাদীসে সত্যিকার তাওয়াক্কুল করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

দুই. সত্যিকার তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ পাখিদের মত রিযক দেবেন।

যাদের রিযক অন্বেষণে দু:শ্চিন্তা ও হা হুতাশ করতে হয় না। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন
"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।" (সূরা আত তালাক, আয়াত ৩)

তিন. পাখিরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা রিযক অন্বেষণে সকালে বেরিয়ে পড়ে। অতএব, তাওয়াক্কুল অর্থ বসে থাকা নয়। শক্তি- সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা- সাধনা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করার নামই প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

রিযকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর ইচ্ছাধীন

আল্লাহ তাআলা বলেন : 'বল, **'আমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'** সূরা সাবা : (৩৬)

আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের পরীক্ষা ও পরখ করার জন্য রিযক বৃদ্ধি বা হ্রাস করেন। রিযক বৃদ্ধি যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়, অনুরূপ রিযকের সংকীর্ণতা তার অসন্তুষ্টির কারণ নয়। অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়টি জানে না। দুনিয়ার সচ্ছলতা কারো শুভলক্ষণের দলিল নয়, কারণ আখেরাতের সাফল্য নির্ভর করে নেক আমলের উপর, যা চিরস্থায়ী ও চিরকাল। দুনিয়াতে কখনো আল্লাহ অবাধ্যকে দেন সচ্ছলতা, আনুগত্যকে দেন সংকীর্ণতা। আবার কখনো এর বিপরীত করেন। কখনো উভয়কে সচ্ছলতা দেন, কখনো দেন সংকীর্ণতা। কখনো অবাধ্য বা আনুগত্য একই ব্যক্তিকে এক সময় দেন সচ্ছলতা, অপর সময় দেন অস্বচ্ছলতা। এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ তাআলা নিজ প্রজ্ঞা ও হিকমতের ভিত্তিতে, যদি সচ্ছলতা সম্মান ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ হতো, তাহলে এর অধিকারী একমাত্র অনুগতরাই হতো, অবাধ্যরা কখনো এর স্বাদ পেত না। আর যদি সংকীর্ণতা অপমান ও আল্লাহর গোস্বার কারণ হতো, তাহলে অবাধ্যরা সদা সংকীর্ণতা ভোগ করত, অথচ বাস্তব এমন নয়। সারকথা সচ্ছলতা বা সংকীর্ণতা অবাধ্য বা অনুগত উভয়ের জন্যই সমান।

কতক কাফের সচ্ছলতাকে সামনে রেখে তাদের পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ পেশ করেছে, যদি আমাদের উপর আল্লাহর অনুকম্পা না হত, তাহলে তিনি আমাদেরকে সচ্ছলতা দিয়ে সম্মানিত করতেন না। হে রাসূলের অনুসারীগণ, আল্লাহর নিকট তোমরা তুচ্ছ বলেই বঞ্চিত। বস্তুত সচ্ছলতা বা অস্বচ্ছলতা শুভ লক্ষণ বা অশুভ কোন লক্ষণ নয়, হতভাগা বা সৌভাগ্যবান হওয়ারও কোন আলামত নয়। এ পার্থিব জগতে অনেক সচ্ছল ব্যক্তি বিদ্যমান যারা হতভাগা, আবার অনেক অসচ্ছল ব্যক্তি রয়েছে যারা সৌভাগ্যবান। অধিকাংশ লোকই তা জানে না। অভাব, অস্বচ্ছলতা, প্রবৃদ্ধি, সচ্ছলতা ইত্যাদি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, নেককার বা বদকার বলে কোন বিষয় নেই। সম্মান ও মর্যাদার কারণে যেমন কাউকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয় না, আবার হীন ও তুচ্ছতার কারণে কাউকে অভাব দেয়া হয় না। সচ্ছলতা কখনো অবকাশ ও সুযোগ হিসেবে প্রদান করা হয়, অস্বচ্ছলতা কখনো মর্যাদা বৃদ্ধি ও পরীক্ষামূলক দেয়া হয়।

তাবারি বলেছেন : 'দাম্ভিক কাফেররা আল্লাহর নবী ও রাসূলদের বলেছে : তোমাদের তুলনায় আমাদের সম্পদ ও সন্তান অধিক, আমাদেরকে আখেরাতে আযাব দেয়া হবে না, কারণ আল্লাহ যদি আমাদের বর্তমান ধর্ম ও আমলের উপর সন্তুষ্ট না হতেন, তাহলে আমাদেরকে তিনি অধিক সম্পদ ও সন্তান দান করতেন না, রিযকের ব্যাপারে স্বচ্ছলতা দিতেন না, তাই আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা এ জন্যই দিয়েছেন যে, তিনি আমাদের আমলের উপর সন্তুষ্ট, আমরা তার প্রিয় পাত্র। আল্লাহ তাআলা তার নবীকে বলেন : হে মুহাম্মদ তাদেরকে বল : নিশ্চয় আমার রব তার বান্দাদের থেকে যার জন্য ইচ্ছা রিযক বৃদ্ধি করেন, আর যার উপর ইচ্ছা তিনি সংকীর্ণ করেন। মহব্বত, কল্যাণ কিংবা নৈকট্যের কারণে কাউকে তিনি ধন দৌলত প্রদান করেন না, আবার অসন্তুষ্টি ও গোস্বার কারণে তিনি কারো উপর সংকীর্ণতা করেন না। শুধু পরীক্ষার জন্য কাউকে প্রদান করেন, করো থেকে ছিনিয়ে নেন। অধিকাংশ লোক তা জানে না। এটা আল্লাহর একটা পরীক্ষা মাত্র, কিন্তু তাদের ধারণা, প্রিয়পাত্র হলে তিনি সচ্ছলতা দেন, আবার গোস্বার পাত্র হলে তিনি অভাবে পতিত করেন।'

আল্লামা শাওকানি বলেছেন : 'আল্লাহ যাকে অভাব দিতে চান, তার উপর তিনি অভাব সৃষ্টি করেন। কখনো আল্লাহ কাফের ও অবাধ্যকে রিযক প্রদান করে অবকাশ দেন, আবার কখনো তিনি মুমিন ও আনুগত্যকারীকে অভাবের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, যেন তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। কাউকে স্বচ্ছলতা দেয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তার উপর ও তার আমলের প্রতি সন্তুষ্ট। আবার কাউকে অভাবে রাখার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট, কিংবা তার আমল পরিত্যাজ্য। পার্থিব এসব বিষয় দ্বারা আখেরাতকে বুঝা ভুল ও স্পষ্ট বিভ্রান্তি'।

সহিহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না, কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।'

অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, প্রয়োজনের চেয়ে অধিক সম্পদ দ্বারা খুব কম লোকই সুখী হয়েছে, তবে আল্লাহ যাকে হিফাজত সুরক্ষা দিয়েছেন তার কথা ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

'আর আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিযক প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা জমিনে অবশ্যই বিদ্রোহ করত।' সূরা শুরা : (২৭)

সহিহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে আবুযর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'অধিক সম্পদের মালিকরা কিয়ামতের দিন অল্প সম্বলের মালিক হবে, তবে যে তার সম্পদ দ্বারা করে ।'হাদিস বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব সামনে, বামে ও ডানে হাত নেড়ে এর অর্থ বর্ণনা করেন। অর্থাৎ অধিক সদকাকারী। কিন্তু এদের সংখ্যা খুব কম

৩৪. অত্যাচারীর সম্পদ ক্ষয়ের মধ্যে শিক্ষা নিহিত রয়েছে যেটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কারূনের প্রতি দুইটি দলের মনোভাব

যখন সে জনগণের সম্মুখে জাঁকালো পোশাক পরিহিত অবস্থায় আড়ম্বরের সাথে উপস্থিত হল, **"অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান। আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তার বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী।"(সূরা ক্বাছাছঃ৭৯- ৮০)**

যখন আল্লাহ যমীন দ্বারা তাকে গলাঃধরণ করাতে উদ্দত হন, তখন সেটার ফলাফল ছিলঃ **"গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন ও হ্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না।"(সূরা ক্বাছাছঃ৮২)**

৩৫. এই দুনিয়া চিরকাল একই রকম থাকবে না ও এটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, "ভূপৃষ্টের সবকিছুই ধ্বংসশীল।"

এই পৃথিবী হচ্ছে ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে যাওয়া একটা ছায়ার মত; এটার চাকচিক্য বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং এর আভরণ শাশ্বত নয়। **"আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।"(সূরা আল- ইমরানঃ১৮৫)**

"অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"(সূরা আ'লাঃ১৭)

"পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ।"(সূরা গাফিরঃ৩৯)

এর মানে হল যে পরকালের জীবন স্থায়ী, প্রশান্তির।

যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেনঃ **"পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমনি আমি আসমান থেকে পানি বর্ষন করলাম, পরে তা মিলিত সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো আর যমীনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাত্রে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে স্তুপাকার করে দিল যেন কাল ও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করে থাকি নিদর্শণসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে"(সূরা ইউনুসঃ২৪)**

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ **"তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।" (সূরা হাদীদঃ২০)**

এই ধরিত্রী সবুজ ও মনোরম আর এটা সবসময়ই মানুষকে ধোঁকা দিয়ে আসছে। ব্যবসা বাণিজ্যে সফল ও প্রযুক্তি এবং আবিষ্কারে অগ্রগণ্য হওয়ার পর যখন অবিশ্বাসীরা ভেবে নিল যে তাদের সম্পদ চিরস্থায়ী থাকবে, ঠিক তখনই আল্লাহর হুকুম তাদের ওপর নির্ধারিত হয়ে গেল এবং অচেতন অবস্থায় তাদের পাকড়াও করে নিল

৩৬. সংকট বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানে মানুষের সীমাবদ্ধতা

পশ্চিমা বিশ্বে ভবিষ্যৎ বিষয়ক কতগুলো গবেষণা সম্ভাবনারূপে উপস্থাপন করেছিল যে উন্নতির অগ্রগতি চলমান থাকবে এবং বাজারও ধারাবাহিকভাবে উন্নতি লাভ করতে থাকবে। এমনকি সেগুলোর মধ্যে একটি গবেষণাকেন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে ২০০৯ সাল হবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির বছর।

আমেরিকার মর্গান স্ট্যানলী ব্যাংক আশা প্রকাশ করেছিল যে ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ১৫০ ডলারে গিয়ে ঠেকবে এবং তারা এও বলেছিল যেঃ "সস্তা তেলের যুগ শেষ হয়ে এসেছে।" বাকিরা আশা করেছিল যে ব্যারেল প্রতি তেলের দাম ২০০ ডলারে পৌঁছাবে।

গাণিতিক বিজ্ঞান ও সম্ভাব্যতা তত্ত্বের প্রগতি, এবং কম্পিউটার আবিষ্কার যেটা কিনা বিভিন্ন জটিল সমস্যার দ্রুত বিশ্লেষণ করতে সক্ষমতার কারণে অনেক পশ্চিমারা ভেবে নিয়েছিল যে এগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করা ও নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ জানার পক্ষে যথেষ্ট, তাই তারা অধিক মাত্রায় তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এজন্য এই অর্থনৈতিক সংকট তাদের প্রত্যাশা ও গবেষণার বিপরীতে একটা বড় রকমের হতাশার কারণ হয়ে দাড়াল, এটা ছিল এমন একটা বড়সড় ধাক্কা যেটা কিনা তাদেরকে তাদের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতা স্বীকারে তৎপর করেছে এবং তারা স্বীকার করেছে যে তারা পুনঃগণনা করতে যাচ্ছে ও তাদের ভবিষ্যদ্বাণী পরিমার্জন করতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ সত্যি কথাই বলেছেন যখন তিনি বলেছেনঃ **"এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"(সূরা ইসরাঃ৮৫)**

“তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।”(সূরা রূমঃ৭)

তাদেরই কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি এই সংকট ও এর কারণসমূহ সম্পর্কে সতর্কতা প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তারা এর প্রতি একটুও কর্ণপাত করেনি যতক্ষণ না অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, এবং এর পর এটা উপেক্ষা করা সম্ভবও ছিল না।

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহ্‌ সুবহানাওয়াতা’আলার কাছে ফরিয়াদ জানাই তিনি যেন তাঁর দ্বীনকে সমর্থন করেন এবং তাঁর বাণীকে শাশ্বতরূপ দান করেন, যার ফলে মুসলিমরা ইসলামের ছায়াতলে জয়লাভ করতে পারে এবং কাফির ও মুনাফিকদের চরমভাবে অপদস্থ করতে পারে, তিনি যেন সেই সকল মুসলিমদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন যারা নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং তাদের পুরস্কার বর্ধিত করেন। মহান আল্লাহ্‌ তা’আলা আমাদেরকে যা কিছু কল্যাণকর এবং তাঁর নিকট প্রিয় বলে গণ্য আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

“আল্লাহ্‌ নিজ কাজে প্রবল থাকেন,   কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।”(সূরা ইউসূফঃ২১)